JAN. 02 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২০০২ সালকে জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী ॥ ঢাকা বইমেলা উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ চলতি বছর ২০০২কে জাতীয় গ্রন্থবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। গতকাল মঙ্গলবার অষ্টম ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী একথা ঘোষণা করেন। তিনি সারা বছর গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও এ বিষয়ে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে গোটা দেশে বইয়ের প্রচার, প্রসার, ব্যবহার এবং মননশীলতার চর্চার ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

২০০২ সালকে জাতীয় (প্রথম পাতার পর)

পক্ষকালব্যাপী এই অষ্টম বইমেলার আয়োজন করেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। 'সুষ্ঠ সমাজ গঠনের জন্য বই' এবারের স্লোগান। দেশী-বিদেশী ১০৮টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিচ্ছে অষ্টম ঢাকা বইমেলায়। জাপান, ইরান, ভারত ও বিশ্বব্যাংকের প্যাভিলিয়ন ও স্টল রয়েছে এই মেলায়। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর দশ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে নতুন শিক্ষাবর্ষের নতুন পাঠ্যবই তুলে দেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা সরকার থেকে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে সর্বক্ষণিক পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি 'লাইব্রেরি কমিশন' গঠনের বিষয়ও বিবেচনা করা হবে এবং জাতীয় গ্রন্থনীতির সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংস্কৃতি সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আবদুল আউয়াল হাওলাদার। অষ্টম ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, পানিসম্পদমন্ত্রী এল কে সিদ্দিকী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্যবৃন্দ, কূটনীতিক ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিশিষ্ট লাইব্রেরি সংগঠক অধ্যক্ষ মোঃ শরীফ হোসেনকে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে একটি ক্রেস্ট, ১০ হাজার টাকা পুরস্কার এবং সম্মাননা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান বলেন, স্থায়ী জায়গা ও নির্দিষ্ট তারিখ না থাকায় ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তিনি জাতীয় প্যারেড স্কয়ারকে বইমেলার জন্য স্থায়ী বরাদ্দ দেয়ার জন্য আবেদন জানান। অবশ্য পরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের সময় এ প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। বক্তৃতাপর্বের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং কয়েকটি স্টল ঘুরে দেখেন।

বইমেলার টিকিটের দাম দু'টাকা। তবে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন টিকিট লাগবে না। মেলা চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। সময়সূচী হচ্ছে- প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত সাড়ে আটটা, ছুটির দিনে বেলা এগারোটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

মেলায় জাপান দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় একটি ছোট স্টল দেয়া হয়েছে। এখানে সব বই শুধু দেখার জন্য, বিক্রির জন্য নয়। প্রায় চার শ' টাইটেলের বই আছে জাপানী স্টলে। বইয়ের বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে জাপানী সংস্কৃতি, ইতিহাস, রান্না, ইকেবানা, বিজনেস, চারুকলা, উৎসব, পপ কালচার, ইনটেরিয়র ডিজাইন, ফোক আর্ট ইত্যাদি।

মেলার ভারতীয় প্যাভিলিয়নটি দিয়েছে কলকাতার পাবলিশার্স এ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড। এরা কলিকাতা পুস্তক মেলার আয়োজন করে থাকে প্রতিবছর। গিল্ডের দুই কর্মকর্তা ত্রিবিন্দু ভট্টাচার্য ও তাপস সাহা জনকণ্ঠকে